অধ্যায়
৬

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা

৬.১ প্রেক্ষাপট

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সুশৃংখল ভিত্তি হিসেবে প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি) পদ্ধতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাই নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে প্রবর্তিত 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'য় কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এটি কর্মধারা'র একটি মূল নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার অর্থ হচ্ছে- একই সঙ্গে অধিক সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে কাজ করা, যেমন- প্রদর্শনী স্থাপনের ক্ষেত্রে কৃষক গ্রুপের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রদর্শনী কৃষক নির্বাচন এবং প্রদর্শনীর সার্বিক কার্যক্রম ও ফলাফল গ্রুপের সকল সদস্যদের মাঝে শেয়ারকরণ, প্রদর্শনী স্থানে মাঠ দিবস আয়োজন ইত্যাদি। কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মীগণ সহায়তাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপের অর্থ এই নয় যে একক বা ব্যক্তি কৃষকের সঙ্গে কাজ বন্ধ করে দেয়া হবে। এ কর্মধারায় কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি কৃষকের সঙ্গেও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে, যেমন- কৃষক গ্রুপ বহির্ভূত কোন কৃষককের সঙ্গে যোগাযোগ ও চাহিদা অনুযায়ী সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যেতে পারে, কিন্তু কোন সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কৃষকের পরিবর্তে কৃষক গ্রুপ প্রাধান্য পাবে।

৬.২ কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার উপকারিতা

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করলে অধিক সংখ্যক কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের দায়িত্ব ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়। যে সব উপকারিতার কথা বিবেচনা করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- একই সঙ্গে ও স্বল্প সময়ে অধিক সংখ্যক কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়
- সর্ব শ্রেণি যেমন-পুরুষ, নারী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন, মাঝারি, বড় ও যুব কৃষকের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়
- সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড কার্যকর ও টেকসইকরণের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়
- তথ্যের তড়িৎ বিস্তার লাভে সুবিধা হয়
- কোন কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়
- অধিক সংখ্যক কৃষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যায় ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়
- কৃষক গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া (Interaction) সৃষ্টির ফলে তাদের শিক্ষণের উন্নতি হয়, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সদস্যগণ অর্থনৈতিকভাবে অধিক উপকৃত হতে পারেন

- অন্য কারো ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বাড়ে এবং সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যপ্রবাহ উন্নত হয়
- গ্রুপের কোন একজন কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতা অন্যান্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়
- কার্যকর তথ্যচাহিদা নিরূপণ সহজ হয়
- গ্রুপে সংগঠিত হয়ে অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের কারণে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে অতি সহজেই আস্থা সৃষ্টি হয় এবং প্রযুক্তি বা সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের গ্রহণ মাত্রা (adoption rate) বাড়ে
- গ্রুপ-সদস্যদের মধ্যে অধিক আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়
- কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থা হতে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে
- গ্রুপের সদস্যদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৬.৩ কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার সীমাবদ্ধতা

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজের প্রথম পর্যায়ে অধিক সময় ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে এবং তাদের মনযোগ আকর্ষণে বা আগ্রহী করে তুলতে কঠোর শ্রম দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে
- গ্রুপের একজন বা কয়েকজন সদস্য প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ কোন সুবিধা ভোগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে
- গ্রুপের কোন একজন সদস্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তা সকলের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তাতে স্বাভাবিক কর্ম প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে
- ব্যক্তিগত যোগাযোগের অভাবে কোন সমস্যার গভীরে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে
- গ্রুপের সকল সদস্যের সমান আগ্রহ না-ও থাকতে পারে এবং নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করা কঠিন হতে পারে
- সদস্যদের মাঝে দ্বন্দ সৃষ্টির কারণে গ্রুপের অস্তিত্ব নড়বড়ে হতে পারে, যার ফলে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হতে পারে ইত্যাদি।

সম্প্রসারণ কর্মীগণ কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার সময় ওপরে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও উদ্ভূত নানা প্রকার সীমাবদ্ধতা উত্তোরণে কুশলী ও সচেষ্ট হবেন এবং প্রয়োজনে অন্যান্য সংস্থার অংশীদারিত্ব গ্রহণ করবেন বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা যথোপযুক্ত ব্যক্তির সহায়তা নিবেন।

৬.৪ ডিএই যে সকল কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করবে

প্রতিটি গ্রাম বা ব্লকে নানা ধরণের গ্রুপ রয়েছে যা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা বা গ্রামীণ জনগণ নিজেরা গঠন করেছেন। তবে অধিকাংশ গ্রুপ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কর্তৃক গঠিত। প্রতিটি গ্রুপ কোন না কোন উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। কোন গ্রুপ যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে তার বাইরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সে গ্রুপ যথাযথ বা উপযোগী না-ও হতে পারে।

ডিএই তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে নিজস্ব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজস্ব জনবল দ্বারা বা কোন অংশীদারিত্বমূলক সংস্থার সহযোগিতায় গঠিত কৃষক গ্রুপের সঙ্গেই সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। ডিএই যে সমস্ত কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করবে সেগুলো "ডিএই কৃষক গ্রুপ" নামে পরিচিতি লাভ করবে।

৬.৫ ডিএই গঠিত কৃষক গ্রুপের বিবরণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) দীর্ঘ দিন যাবত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষক মাঠ স্কুল বা কৃষক গ্রুপের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিদ্যমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষক মাঠ স্কুল ও কৃষক গ্রুপ গঠনের কার্যক্রম এখন পর্যন্তও অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে এ সব কৃষক গ্রুপ বা কৃষক মাঠ স্কুল সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করে আসছে। কোন কোন কৃষক গ্রুপ বা কৃষক মাঠ স্কুল কৃষক ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে ভূমিকা পালন করছে। অন্য দিকে যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে বা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণে অনেক গ্রুপ নির্লিপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিজস্ব গঠিত সকল কৃষক মাঠ স্কুল বা কৃষক ক্লাব বা কৃষক গ্রুপকে পুনর্গঠিত করে "ডিএই কৃষক গ্রুপ" হিসেবে দাঁড় করাতে পারে এবং অধিদপ্তরের মূল-স্রোতধারার (mainstream) সঙ্গে সমন্বয় করে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য উপযোগী ও কার্যকর করে তুলতে পারে। কালক্রমে এ সব গ্রুপ টেকসই ও দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে ডিএই এর সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে তাদের জোরালো অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক গ্রুপের বিবরণ নিম্নের সারণিতে দেখানো হল:

সারণি ৩: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক গ্রুপের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মোট গ্রুপ/এফএফএস এর সংখ্যা	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা
১.	এসপিপিএস (এফএফএস)	১৫০৩৯	১৬৫৯৮
২.	এইসি (এফএফএস)	১১৯১৩	
৩.	আইপিএম (এফএফএস)	৮৮০৬	৬২০০
৪.	আইএফএমসি (এফএফএস)	৪৮৪৯	
৫.	টিটিএপি-ব্লু গোল্ড (এফএফএস)	১৭০	
৬.	আইএপিপি (এলএফএস)	৭২০০	
৭.	এসসিডিপি (এসএফজি)	১২০০০	
৮.	এনএটিপি (সিআইজি)	১৩৪৫০	
৯.	ডিসিআরএমএ (সিএফএস)	১৫৬	
১০.	এএসএসএসআরবিপি	৫০০০	
১১.	আইএএনএফপি	৮৮০	
১২.	এসসিপিপি-আইপিএম	৩৮৭৫	
	মোট	**৮৩৬৯৮**	**২২৭৯৮**

৬.৬ ব্লকে গ্রুপ বিন্যাস

এসএএও এর ডায়েরিতে ব্লকের আয়তন, কৃষক পরিবার সংখ্যা ও কৃষি বিষয়ক তথ্যাদি যেমন-আবাদী জমির পরিমাণ, এক ফসলী, দু'ফসলী, তিন ফসলী জমির পরিমাণ, ফসলভিত্তিক/মৌসুমী আবাদী জমি, ফসলের নিবিড়তা, সেচ এলাকা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। শ্রেণিভিত্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা সম্বন্ধেও এসএএও অবগত থাকেন। এসএএও ব্লকের সকল তথ্য বিষয়ক স্পষ্ট ধারণা নিবেন এবং সকল কৃষক পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবেন। কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে ব্লকে কৃষক গ্রুপ গঠনের উদ্দেশ্য ও সার্বিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করবেন এবং ব্লকের তথ্যাদি বিবেচনায় এনে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে ব্লক এলাকাকে ১২টি অংশে বিভক্ত করবেন। এসএএও প্রতি অংশের প্রতিনিধিত্বশীল কৃষকদের সহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য মোট ১২টি অংশের প্রতি অংশে একটি করে কৃষক গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থা নিবেন। এসএএও এর এ কার্যক্রম এইও/এএও তদারক করবেন এবং ইউএও ব্লক বিভক্তির বিষয়টি অনুমোদন করবেন।

৬.৭ কৃষক গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন

সম্প্রসারণ কাজের জন্য গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃষকের মাঝ থেকে কৃষক বাছাই করতে হয়। এ জন্য গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন কাজে এসএএও-কেই মূল দায়িত্ব পালন করতে হবে। কখনো কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা স্থানীয় সরকার সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠনের কাজও এইও/এএও তদারক করবেন এবং ইউএও অনুমোদন করবেন। গঠনকৃত/পুনর্গঠনকৃত গ্রুপের তালিকা উপজেলা কৃষি অফিসে সংরক্ষিত থাকবে। উপজেলা কৃষি দপ্তর হতে দাপ্তরিক পত্র যোগে প্রতিটি গ্রুপকে সম্মানিত করা হবে ও স্বীকৃতি দেয়া হবে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক এ সব গ্রুপকে উপজেলার গ্রুপ ক্রম সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কৃষক গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা হবে:

- একজন এসএএও তার কর্মরত ব্লককে ১২টি অংশে বিভক্ত করবেন, প্রতি অংশে একটি করে কৃষক গ্রুপ থাকবে
- ডিএই এর কৃষক গ্রুপ নেই কিন্তু গঠনের প্রয়োজনীতা রয়েছে এমন স্থানে নতুন কৃষক গ্রুপ গঠিত হবে
- কৃষক গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠনের জন্য এসএএওকে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট এলাকা ও এলাকার জনগণ সম্বন্ধে উত্তমভাবে অবগত হতে হবে
- কৃষক গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠনে আগ্রহী কৃষকদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে সভা আহবান করে গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হবে
- উপস্থিত কৃষকগণ নিজেরাই গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন করবেন, সম্প্রসারণ কর্মী বা এসএএও শুধু সহায়তাকারীর দায়িত্ব পালন করবেন
- গ্রুপ গঠন/পুনর্গঠন একটি অংশীদারিত্বমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে, সেহেতু গ্রুপ গঠনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি যেমন-এনজিও বা অংশীদারিত্বমূলক কোন সংস্থার কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে
- গ্রুপে প্রকৃত কৃষক ও কৃষি কাজে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ সদস্য হবেন
- গ্রুপে সকল শ্রেণির কৃষকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে
- প্রতি গ্রুপে নারী কৃষকের সংখ্যা ন্যুনতম শতকরা ৩০ জন অন্তর্ভুক্ত হবে

- গ্রুপের কোন সদস্য একক প্রাধান্য বিস্তার করেন কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে
- সদস্যদের মধ্য হতে এমন একজন গ্রুপের দায়িত্ব নিতে পারেন যিনি গ্রুপ টেকসই ও গতিশীল রাখতে সক্ষম হবেন
- গ্রুপে একজন আহবায়ক, প্রয়োজনে একজন সচিব থাকবেন, আর্থিক কার্যক্রম (যেমন-সঞ্চয় গঠন) গ্রহণ করা হলে একজন ক্যাশিয়ারও থাকতে পারেন
- প্রণীত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে গ্রুপ পরিচালিত হবে
- গ্রুপ পরিচালনায় এসএএও-কে কুশলী ও দক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬.৮ প্রতি ব্লকে কৃষক গ্রুপের সংখ্যা এবং গ্রুপ প্রতি সদস্য সংখ্যা

- এসএএও এর পাক্ষিক ভ্রমণসূচির সহিত সংগতি রেখে প্রতি ব্লকে কৃষক গ্রুপের সংখ্যা হবে ন্যুনতম ১২টি। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একজন এসএএও প্রতি পক্ষকালে অন্তত একবার প্রতিটি কৃষক গ্রুপের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।
- গ্রুপ প্রতি ন্যুনতম সদস্য সংখ্যা হতে পারে সর্বোচ্চ ৩০ জন, গ্রুপ অতি ছোট আকৃতির হলে অযথা সময় অপচয় হবে ও সম্প্রসারণ কর্মধারার উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হবে, অপরদিকে গ্রুপ অতি বড় হলে কার্যকারিতা হারাতে পারে ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬.৯ কৃষক গ্রুপ কার্যকর ও টেকসইকরণের সম্ভাব্য উপায়

কৃষক গ্রুপ কার্যকর ও টেকসইকরণের উপায় সম্বন্ধে জানার পূর্বে বিবেচনা করা দরকার- কেন গ্রুপ অকার্যকর হয়ে পড়ে বা টেকসই হয় না। কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র একটি মূল নীতি। সুতরাং কৃষক গ্রুপ যদি অকার্যকর হয়ে পড়ে বা গ্রুপের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র প্রয়োগ কার্যতঃ অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র মূল কথাই হচ্ছে- 'কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা'।

যে সমস্ত কারণে কৃষক গ্রুপ অকার্যকর হয়ে পড়ে বা টেকসই হয় না তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- সেবা প্রদানকারী সংস্থার অদক্ষতা বা ত্রুটি
- কমিউনিটি বা সম্প্রদায়গত পরিবেশ বা পরিস্থিতি
- গ্রুপের সদস্যগণ যদি সমমনা না হয়
- অন্যান্য বাহ্যিক সমস্যা।

কৃষক গ্রুপ কার্যকর ও টেকসইকরণে সম্প্রসারণ কর্মীকে সতর্ক হতে হবে এবং যে সব কারণে কৃষক গ্রুপ কার্যকারিতা হারাতে পারে তা খুব ভালভাবে উপলব্দি ও মোকাবিলা করতে সক্ষম হতে হবে।
কৃষক গ্রুপ কার্যকর ও টেকসইকরণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে:

- সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বাইরে গ্রুপের সদস্যেদের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মীর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে
- নির্ধারিত পাক্ষিক সূচি অনুসরণ করে কৃষক গ্রুপ পরিদর্শন, অন্যথায় সদস্যদের আগ্রহ বিঘ্নিত হতে পারে

- গ্রুপের সদস্যদের চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে
- গ্রুপের সঙ্গে শুধু তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠ ফসল পরিদর্শনেও গুরুত্ব দিতে হবে
- সদস্যদেরকে উৎপাদিত ফসলের বাজার ব্যবস্থা, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে
- সদস্যদের আচরণ লক্ষ্য করে প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের মূল সমস্যার সমাধানে ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হতে হবে অথবা ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে
- কোন সদস্য যেন একক প্রাধান্য সৃষ্টি করে গ্রুপের ভারসাম্য নষ্ট না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে
- সকল সদস্যকে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বা মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দিতে হবে
- নানাবিধ কাজে সদস্যদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে ও ব্যস্ত রাখতে হবে, যেমন-সঞ্চয় বা আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রমে সদস্যদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যেতে পারে ও ব্যস্ত রাখা যেতে পারে
- সদস্যদের নগদে কোন সহায়তা প্রাপ্তির প্রতি অধিক আগ্রহ থাকতে পারে, 'প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানই সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মুখ্য বিষয়'-এ সম্বন্ধে সদস্যদের জ্ঞান দিতে হবে
- সম্প্রসারণ ইভেন্ট বণ্টনের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য বণ্টন প্রক্রিয়ায় সদস্যগণকে মুখ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে
- গ্রুপের সদস্যদের মাঝে উত্তম মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে আগ্রহ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতে হবে
- গ্রুপে নতুন কোন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে
- এসএএও এর গ্রুপ ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরী বা প্রযুক্তিগত দক্ষতা গ্রুপের কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে; তাই এসএএও-দের সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে দক্ষ হতে হবে।

৬.১০ কৃষক গ্রুপের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মীর কাজ করার দক্ষতা

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে সম্প্রসারণ কর্মী বা এসএএও এর কাজ করার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করবে গ্রুপের স্থায়িত্ব এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা। কাজেই সম্প্রসারণ কর্মী বা এসএএও-কে গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার বিষয়ে তার দক্ষতা সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে।

কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে এসএএও-কে নিম্নোক্ত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে:

- গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হতে হবে
- গ্রুপের সদস্যদের চাহিদা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে
- গ্রুপের কোন প্রভাবশালী সদস্যকে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার মত করে পরিচালনায় অভিজ্ঞ হতে হবে
- গ্রুপের সঙ্গে পরিচালিত সকল কার্যক্রমে ধৈর্য্যশীল ও সুতীক্ষ্ণ হতে হবে
- গ্রুপের যে কোন সদস্যের যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে এসএএও-কে আন্তরিক হতে হবে ও দ্রুত সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে
- এসএএও-কে গ্রুপ ব্যবস্থাপনার কাজে ও সহায়তাকারী হিসেবে দক্ষ হতে হবে
- সময়োপযোগী ও যুৎসই প্রযুক্তিগত ধ্যান-ধারণায় সক্ষমতা অর্জন করতে হবে
- গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া (Interaction) সৃষ্টিতে পারদর্শী হতে হবে
- কৃষি উপকরণ যোগান ও কৃষি বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হতে হবে।